Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গনতন্ত্র

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

অনন্যা মোস্তফা মুশফি

রোলঃ 23100121696

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গনতন্ত্র

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

অনন্যা মোস্তফা মুশফি

রোলঃ 23100121696

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও গনতন্ত্র " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে অনন্যা মোস্তফা মুশফি, আইডিঃ 23100121696 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গনতন্ত্র " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

অনন্যা মোস্তফা মুশফি

আইডিঃ 23100121696

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা....................5
ইসলামে শাসক নির্বাচন....................7
গণতন্ত্রে শাসক নির্বাচন....................11
গণতন্ত্র এবং শুরার মধ্যে পার্থক্য....................12
গণতন্ত্রে বিশ্বে আইন প্রোয়োগে বিশৃঙ্খলা....................15
নিজ দেশে গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সমস্যা....................16
গণতন্ত্র হচ্ছে শিরক....................18
গণতন্ত্র অনৈসলামিক দেশে ইসলাম প্রচারে প্রধান বাঁধা....................30
মন্তব্য....................32

ভূমিকা

ইসলাম ও গণতন্ত্র দুটি ভিন্ন জীবনব্যবস্থার নাম। ইসলামের উৎস আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহি, যা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে। অন্যদিকে গণতন্ত্র একটি মানব-রচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। উভয় ব্যবস্থারই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিচারিক কাঠামো রয়েছে, তবে তাদের মূলনীতি, মূল্যবোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়।

গণতন্ত্রে সাধারণত জনগণকে ক্ষমতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে আইন ও নীতি নির্ধারণ করা হয়। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের অধিকার, সমঅধিকার এবং নাগরিক অংশগ্রহণের বিষয়গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অন্যদিকে ইসলামে সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলার। মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী, মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে—পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বিচারিক—আল্লাহর বিধান অনুসরণ করাই প্রকৃত সফলতার পথ। ইসলামে ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ, জবাবদিহিতা, নৈতিকতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের নাম নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। অপরদিকে গণতন্ত্র মূলত রাষ্ট্র পরিচালনার একটি পদ্ধতি, যেখানে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

তাই ইসলাম ও গণতন্ত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য উভয় ব্যবস্থার আদর্শ, লক্ষ্য, নীতি, মূল্যবোধ এবং বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে গভীরভাবে জানা প্রয়োজন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজস্ব উপলব্ধি গড়ে তুলতে পারেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে

এই থিসিস থেকে আমরা জানতে পারবো

১. ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কি এবং ইসলামে শাসক নির্বাচন পদ্ধতি

২.গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কি এবং শাসক নির্বাচন পদ্ধতি

৩.ইসলাম ও গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি

৪.গণতন্ত্রের কুফল

ইসলামে শাসক নির্বাচন

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূরা (পরামর্শ) ও ইজমা (ঐকমত্য) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি নীতি। ইসলাম এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যেখানে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা, জনগণের কল্যাণ এবং আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়। এই ব্যবস্থায় শাসকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা স্বৈরতন্ত্রের কোনো স্থান নেই; বরং কুরআন, সুন্নাহ, শূরা ও ইজমার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণা দেওয়া হয়েছে। ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোতে শূরা ও ইজমা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, স্থিতিশীলতা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন।”
(সুরা আলে ইমরান, ৩:১৫৯)

এই আয়াত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় শূরার গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এখানে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
অথচ রাসূল (সা.) ছিলেন ওহীর মাধ্যমে পরিচালিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত। তারপরও তাঁকে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে, যাতে মুসলিম সমাজ বুঝতে পারে—রাষ্ট্র পরিচালনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে একক মত নয়, বরং সম্মিলিত চিন্তা ও পরামর্শের গুরুত্ব কত বেশি।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। বদর যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণ, উহুদ যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণ কিংবা খন্দকের যুদ্ধে

পরিখা খননের পরিকল্পনা—এসব ক্ষেত্রেই শূরার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। খন্দকের যুদ্ধে সালমান আল-ফারসি (রা.)-এর পরামর্শ অনুযায়ী পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ইসলামে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিনির্ভর মতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“তাদের কাজকর্ম পরস্পরের পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে।”
(সুরা আশ-শূরা, ৪২:৩৮)

এই আয়াতে মুসলিম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একে অপরের সাথে আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালনা করে। ইসলামী রাষ্ট্রে শূরা শুধু একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং জনগণের অংশগ্রহণের প্রতীক। শাসকের দায়িত্ব হলো জনগণের মতামত শোনা, আলেমদের সাথে আলোচনা করা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা। এর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় ভারসাম্য ও জবাবদিহিতা সৃষ্টি হয়।

শূরা মূলত এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে সমাজের জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্য ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। ইসলামে শূরার উদ্দেশ্য হলো এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যা সমাজের কল্যাণ বয়ে আনবে এবং শরীয়াহর সীমার মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণের মতামতের মূল্য থাকলেও তা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হতে পারে না। জনগণের মতামত ও শরীয়াহ—এই দুইয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

সুরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আনুগত্য করো। অতঃপর কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও।”
(সুরা নিসা, ৪:৫৯)
এই আয়াত ইসলামী শাসনব্যবস্থার মূলনীতি ব্যাখ্যা করে। এখানে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, আল্লাহর আনুগত্য সর্বোচ্চ। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ অপরিহার্য। তৃতীয়ত, মুসলিম সমাজে নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আনুগত্য করতে হবে, তবে সেই আনুগত্য হবে শরীয়াহর সীমার মধ্যে। যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তাহলে তার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইজমাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। ইজমা বলতে বোঝায়—মুসলিম উলামা ও ফকিহদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কুরআন ও হাদিসে সরাসরি কোনো বিষয়ের সমাধান স্পষ্ট না থাকলে ইজমা সেই সমস্যার সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী শরীয়তে ইজমাকে কুরআন ও সুন্নাহর পর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়।

ইজমার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিম সমাজে বিভেদ কমানো এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের মতো ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও মতবিরোধ বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু যোগ্য আলেমদের ঐকমত্য একটি বিষয়কে স্থিতিশীলতা দেয় এবং মুসলিম উম্মাহকে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের দিকে নিয়ে যায়।
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম সমাজের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল নেতৃত্ব নির্বাচন। তখন সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে আবু বকর (রা.)-কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচন করেন। এটি ছিল ইসলামী ইতিহাসে শূরা ও ইজমার বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ। এখানে কোনো বংশগত রাজতন্ত্র বা জোরপূর্বক ক্ষমতা গ্রহণ ছিল না; বরং মুসলিম সমাজের সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতেই নেতৃত্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), উসমান ইবন আফফান (রা.) এবং আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-এর সময়েও শূরা ও পরামর্শভিত্তিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। বিশেষ করে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনায় সাধারণ জনগণের মতামত ও জবাবদিহিতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। তিনি প্রায়ই সাহাবীদের সাথে আলোচনা করতেন এবং জনগণের অভিযোগ শুনতেন।

ইসলামের প্রথম যুগে শূরা ও ইজমা মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পারস্য ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের প্রভাবে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়, তখন শূরাভিত্তিক শাসনের দুর্বলতা দেখা দেয়। তবুও ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তায় শূরা ও ইজমা আজও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমান সময়েও শূরা ও ইজমার ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, স্বৈরতন্ত্র প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। ইসলামী রাষ্ট্রে শূরার মাধ্যমে জনগণের মতামত, আলেমদের জ্ঞান এবং বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করা হয়। অন্যদিকে ইজমা নিশ্চিত করে যে সিদ্ধান্তগুলো ইসলামী শরীয়াহর আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা মুসলিম সমাজের জন্য কল্যাণকর।

সর্বোপরি বলা যায়, শূরা ও ইজমা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। শূরা জনগণের অংশগ্রহণ, পরামর্শ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, আর ইজমা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শরীয়াহভিত্তিক সিদ্ধান্তকে সুসংহত করে। এই দুটি নীতির সমন্বয়ের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা, জনগণের অধিকার এবং আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

গণতন্ত্রে শাসক নির্বাচন

গণতান্ত্রিক দেশে শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি হচ্ছে ভোটগ্রহণ। এসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে যেখানে মূলত দুটি দল বা দুইয়ের অধিক দল থেকে কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থেকে কিছু মানুষকে মনোনয়ন দেয়া হয় এরপর সেখানে বসবাসকারী জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সেখানকার শাসক নির্বাচন করা হয় যাকে জনপ্রতিনিধিও বলে। এই জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদ গঠিত হয়।যারা পরে দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে।

এই ভোট গ্রহণ পদ্ধতিতে দেশের সকল মানুষের সমান অধিকার থাকে। পদ্ধতিতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী গরিব ছোট বড় বুঝ অবুঝ সবাই অংশগ্রহণ করে।

কিন্তু একটি সমাজে একজন শিক্ষিত ও একজন অশিক্ষিত মানুষের মতামত কখনো সমান হওয়া উচিত না। একজন অভিজ্ঞ মানুষের মতামত ও একজন অনভিক্ষ মানুষের মতামত কখনোই সমান হওয়া উচিত না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় একজন প্রফেসর ও একজন শিক্ষানবিশ ছাত্রের মতামত কখনোই সমান না। একজন প্রফেসর যেমন অভিজ্ঞ এবং দক্ষতা সম্পন্ন হয় তার নেওয়া সিদ্ধান্ত কখনোই একজন ছাত্রের নেওয়া সিদ্ধান্তের সাথে তুলনীয় নয়। ঠিক তেমনি একটি সমাজে শাসক নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ চিন্তাশীল শিক্ষিত মানুষের ভোট বা মতামত কখনোই একজন অনভিজ্ঞ অচিন্তা শীল অশিক্ষিত মানুষের মতামত সমান হতে পারেনা। যদি উভয়ের মতামত সমান ভাবে মূল্যায়িত হয় তাহলে ভুল শাসকও নির্বাচিত হতে পারে। একজন অদক্ষ দুর্নীতিবাজ মানুষ কখনোই শাসক নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে পারে না।

এভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একজন ভুল শাসক নির্বাচিত হয় বেশিরভাগ সময়। আবার গ্রামে বা বস্তি অঞ্চলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনোনীত ব্যক্তিরা টাকা বা অন্যান্য সুবিধার কথা বলে জানা সাময়িকভাবে সেখানকার লোকদের প্রভাবিত করে ভোট আদায় করে নিতে পারে এভাবেও ভুল শাসক নির্বাচিত হয়,

বিশেষ করে গ্রামের মহিলারা পর্যাপ্ত শিক্ষিত না হয়ায় অল্প কিছু টাকার বিনিময় তাদের ভোট অযোগ্য ব্যক্তিকে প্রদান করে থাকে।

গণতন্ত্র এবং শুরার মধ্যে পার্থক্য

১. সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। কুরআন ও সুন্নাহই চূড়ান্ত মানদণ্ড। মানুষ পরামর্শ দিতে পারে, মতামত দিতে পারে, কিন্তু আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই।

অর্থাৎ:

মানুষ আইন তৈরি করার পূর্ণ স্বাধীনতা পায় না,

বরং আল্লাহর দেওয়া বিধান বাস্তবায়নের জন্য শুরা করা হয়।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক ভোটব্যবস্থায় সাধারণত জনগণকেই ক্ষমতার উৎস ধরা হয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন তৈরি বা পরিবর্তন করতে পারে। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে আইন পরিবর্তন সম্ভব।

২. সিদ্ধান্ত গ্রহণের সীমার পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

শুরায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কুরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

উদাহরণ:

সুদকে বৈধ করা,

হারাম কাজকে হালাল ঘোষণা করা,

ইসলামের মৌলিক বিধান পরিবর্তন করা— এসব শুরার মাধ্যমে করা যাবে না।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

আধুনিক ভোটব্যবস্থায় সংসদ বা জনগণ চাইলে অনেক আইন পরিবর্তন করা যায়। সমাজের চাহিদা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী আইন তৈরি বা বাতিল হতে পারে।

৩. মতামত দেওয়ার যোগ্যতার পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে সাধারণত জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ব্যক্তিদের মতামত বেশি গুরুত্ব পায়। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যারা দ্বীন, ন্যায়বিচার ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

আধুনিক গণতন্ত্রে প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সমান ভোটাধিকার পায়। ব্যক্তি শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধর্মীয় জ্ঞানী বা অজ্ঞ—সবাই সমানভাবে ভোট দিতে পারে।

৪. সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভূমিকার পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু সেটিই সবসময় চূড়ান্ত নয়। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হয়, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

গণতন্ত্রে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরা হয়। যে দল বেশি ভোট পায়, সে সরকার গঠন করে এবং অধিকাংশ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে।

৫. উদ্দেশ্যের পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

শুরার মূল উদ্দেশ্য হলো:

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন,

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা,

উম্মাহর কল্যাণ নিশ্চিত করা,

ইসলামের বিধান বাস্তবায়ন করা।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

আধুনিক ভোটব্যবস্থার মূল লক্ষ্য সাধারণত:

জনগণের মত প্রকাশ,

রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্ধারণ,

জনপ্রিয় প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা।

৬. আইন প্রণয়নের পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে মৌলিক আইন আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। শুরার কাজ হলো সেই বিধান বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ করা এবং নতুন পরিস্থিতিতে শরিয়াহর আলোকে সমাধান বের করা।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ নতুন আইন তৈরি করতে পারে এবং পুরনো আইন পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন থাকে।

৭. ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা নয়। রাষ্ট্র পরিচালনাও ইসলামের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই শাসনব্যবস্থাও দ্বীনের অধীন।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

অনেক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ধর্মীয় বিধান থেকে স্বাধীনভাবে নেওয়া হতে পারে।

৮. নেতৃত্ব নির্বাচনের মানদণ্ডের পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, যোগ্যতা, আমানতদারিতা ও দ্বীনি জ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

আধুনিক রাজনীতিতে জনপ্রিয়তা, প্রচারণা, দলীয় শক্তি, অর্থনৈতিক প্রভাব ও জনসমর্থন বড় ভূমিকা পালন করে।

৯. জবাবদিহিতার ধারণার পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামে শাসক শুধু জনগণের কাছেই নয়, আল্লাহর কাছেও জবাবদিহি করবে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই নৈতিক ও আখিরাতের জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

গণতন্ত্রে প্রধান জবাবদিহিতা সাধারণত জনগণ ও সংবিধানের কাছে সীমাবদ্ধ থাকে।

১০. স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের পার্থক্য

ইসলামিক শুরা

ইসলামের মৌলিক বিধান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে প্রয়োগপদ্ধতি পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু মূল নীতিগুলো পরিবর্তন হয় না।

আধুনিক ভোটব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন, নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধ সময় ও জনমতের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে।

গণতন্ত্রে বিশ্বে আইন প্রোয়োগে বিশৃঙ্খলা

গনতন্ত্রে এক এক স্থানের মানুষ এক এক ভাবে আইন তেরী করে। যেমন: কোন দেশে হত্যার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড শাস্ত্রি। আবার কোনো দেশে মৃত্যুদন্ড। কে কোনো দেশে চুরির জন্য কিছু টাকা জরিমানার নিয়ম তো আবার কোনো দেশে চুরির জন্য কিছু দিনের জেল। সমস্যা হলো এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে গিয়ে অপরাধ করলে তাকে কোন দেশের নিয়ম অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে।

যেমন “খ” নামক কোনো এক ব্যাক্তি "ক"নামক দেশে গিয়ে অন্য কাউকে হত্যা করে বসল। খ নামক দেশে হত্যার শাস্তি যাবজ্জীবন কিন্তু "ক' নামক দেশে হত্যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির কোন দণ্ডের দণ্ডিত হবে দেখা দিবে কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা যদি উভয় দেশে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা কায়েম থাকে তাহলে শাস্তিও একই ধরনের থাকবে এক্ষেত্রে দন্ড নির্ধারণে কোন দেশকেই ঝামেলায় পড়তে হবে না ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও পরিবার সঠিক বিচার পাবে আবার অপরাধী ব্যক্তির উপর যুলুম ও করা হবে না।

নিজ দেশে গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুদের সমস্যা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি বহুল আলোচিত বিষয় হলো সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি। গণতন্ত্রে সাধারণত যে দল বা নেতা জনগণের অধিকাংশ ভোট লাভ করে, তারাই সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। ফলে রাজনৈতিক দলগুলো স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমর্থন ধরে রাখার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। এর ফলে অনেক সময় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর চাহিদা, উদ্বেগ এবং স্বার্থ তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেতে পারে।

যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকা গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই অনেক সময় রাজনৈতিক নেতারা এমন নীতি গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়েন যা বৃহত্তর ভোটার গোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত যদি সংখ্যালঘুদের জন্য উপকারী হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে অজনপ্রিয় হয়, তাহলে সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিতে অনাগ্রহী হতে পারে। কারণ এমন সিদ্ধান্ত ভবিষ্যৎ নির্বাচনে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে। এর ফলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কিছু দাবি ও সমস্যা দীর্ঘ সময় ধরে সমাধানহীন থেকে যেতে পারে।

গণতন্ত্রে অনেক সময় “সংখ্যার জোর” “ন্যায়ের জোর”-এর চেয়ে বেশি কার্যকর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ একমত হলেই সেটি সর্বদা সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত বা কল্যাণকর সিদ্ধান্ত হবে—এমন নিশ্চয়তা নেই। ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে জনমত পরে ভুল বা অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে। তাই কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়াই কোনো সিদ্ধান্তের সঠিকতার একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা এবং সকল মানুষের অধিকার সংরক্ষণ। ইসলামী শাসনের আদর্শ কাঠামোতে শাসকের প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা। সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের সন্তুষ্টি নয়, বরং ন্যায়, সত্য এবং সামগ্রিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

সরকার কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় শুধু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মতামত নয়, বরং সমাজের দুর্বল, সুবিধাবঞ্চিত এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবস্থাও বিবেচনায় নিতে পারে। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্য কেবল জনপ্রিয়তা অর্জন নয়, বরং সকল নাগরিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। ফলে সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে কোনো গোষ্ঠীর অধিকার উপেক্ষিত হওয়ার সুযোগ কম থাকে।

অনেক সময় জনগণের একটি বড় অংশ আবেগ, ভুল তথ্য বা সাময়িক স্বার্থের কারণে এমন কিছু দাবি করতে পারে যা দীর্ঘমেয়াদে সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি কেবল জনপ্রিয়তার চিন্তা করে, তাহলে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামী শাসনব্যবস্থার আদর্শ ধারণায় শাসক ন্যায় ও জনকল্যাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন, যদিও সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে সবার কাছে জনপ্রিয় নাও হতে পারে।

ইসলামী ন্যায়বিচারের নীতির কারণে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয় প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, সম্পদ, মর্যাদা এবং মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার সুযোগ তৈরি হয়।
তবে উল্লেখ্য যে, গণতন্ত্র ও ইসলামিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তাই উভয় ব্যবস্থার শক্তি, দুর্বলতা এবং বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিভিন্ন মতামত বিদ্যমান। একটি বিষয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষণালব্ধ মতামত পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্র হচ্ছে শিরক

কোনো বিষয়ের ওপর হুকুম (বিধান) আরোপ করার আগে, সেই বিষয়টি আসলে কী, তা সঠিকভাবে বোঝা আবশ্যক। আর "গণতন্ত্র" শব্দটি স্পষ্টতই কুরআনে, সুন্নাহয় বা সালাফদের (পূর্বসূরিদের) কোনো বক্তব্যে পাওয়া যায় না। তাই এর সংজ্ঞা বুঝতে হবে এর অনুসারীরা একে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং কীভাবে চর্চা করে, তার ওপর ভিত্তি করে।

এর সহজ সংজ্ঞা হলো, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে জনগণই ক্ষমতার উৎস এবং আইন প্রণেতা। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) বা সিনেট কোনো বিল উত্থাপন করে। এটি বিল হিসেবে আসে, বিতর্ক হয় এবং এরপর ভোট হয়। যদি এটি অনুমোদিত হয়, তবে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেন এবং তা আইনে পরিণত হয়। এমনকি রাষ্ট্রপতি দ্বিমত পোষণ করলে কংগ্রেস তার সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্যও করতে পারে।

যারা এই নোংরা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেসব দেশে গণতন্ত্রের মূল ধারণা একই। আর তা হলো-আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরিবর্তে মানুষের হাতে ন্যস্ত করা, যা হওয়া উচিত ছিল কেবল আল্লাহর।

আব্রাহাম লিংকন এ বিষয়টি সংক্ষেপে বলেছিলেন, "এটি জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনগণের জন্য।" অর্থাৎ, গণতন্ত্র মানে জনগণের শাসন। জনগণ শাসন করে, জনগণ আইন তৈরি করে। জনসাধারণ সরাসরি এটি করুক, সংখ্যাগরিষ্ঠরা করুক, অথবা তারা প্রতিনিধিদের নিয়োগ দিক সেই নোংরা কাজটি করার জন্য-যেমনটি সংসদ বা হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে হয়ে থাকে-মূলনীতি একই। তারা সরাসরি করুক বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে করুক, এর মূল কথা অপরিবর্তিত থাকে। আর তা হলো কুফর (অবিশ্বাস) এবং শিরক (অংশীদারিত্ব)।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

8

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

[সূরা মায়েদা: ৪৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের জানাচ্ছেন যে, কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর ওপর শাসন করে, সেগুলোকে রহিত করে এবং সেগুলোর ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বজায় রাখে। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান কুরআনের কর্তৃত্ব সেই কিতাবগুলোর ওপরও রয়েছে যা মূলত আল্লাহই নাজিল করেছিলেন।

যদি কুরআন পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করে, তবে মানুষের প্রবৃত্তি বা খেয়াল-খুশি কীভাবে কুরআনের ওপর কর্তৃত্ব দাবি করতে পারে? গণতন্ত্রের অনুসারীরা আল্লাহর বিধান থেকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে তা মানুষের হাতে তুলে দেয়। তারা মানুষের প্রবৃত্তিকে সর্বোচ্চ আইনের আসনে বসায়।

সাধারণ মুসলিমরা কখনোই কুরআনের ওপর অন্য কোনো বস্তু বা বই রাখে না। একজন নিরক্ষর বা সাধারণ মুসলিমও জানে যে এটা করা অনুচিত। এমনকি হাদিসের বইও কুরআনের ওপর রাখা হয় না। এটি আল্লাহর কালামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে।

মানবরচিত আইন এবং গণতন্ত্র মেনে নেওয়া, যা আল্লাহর আইনের বিরোধী, তা যেন নাপাক ও নোংরা কোনো বই কুরআনের ওপর রাখার মতো। কল্পনা করুন, এমন একটি জঘন্য বই যা ব্যভিচারকে সম্মতির ভিত্তিতে বৈধতা দেয়, অথবা এমন বই যা কওমে লুতের অশ্লীলতাকে বৈধ বলে ঘোষণা করে-আপনি সেই নোংরা বইটি কুরআনের

ওপর রেখে কুরআনকে অবমাননা করছেন। সাধারণ মুসলিমরা শারীরিকভাবে এমনটি কখনোই করে না।
কিন্তু যদি আপনি মানবরচিত আইন মেনে নেন, তবে বিশ্বাসে, আইনে এবং চর্চায় আপনি ঠিক সেটাই করছেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানুষের প্রবৃত্তিই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। গণতন্ত্র ঘোষণা করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরিবর্তে জনগণই চূড়ান্ত আইন প্রণেতা (ওয়াল 'ইয়ু বিল্লাহ-আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই)।

এ কারণেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানবরচিত আইন বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল। এর কোনো আগাগোড়া নেই। মানুষের তৈরি আইন প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করে। এটি 'নফসে আম্মারা' (মন্দ কাজের নির্দেশদাতা আত্মা) এবং শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

পক্ষান্তরে, আল্লাহর আইন নিখুঁত, ন্যায়পরায়ণ ও সুদৃঢ়। চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের যে বিস্তারিত বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই একই নিখুঁত বিধান আজও মানবতার জন্য উপযুক্ত। কারণ স্রষ্টাই সবচেয়ে ভালো জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটি উপযুক্ত, সৃষ্টি নিজের ভালো বোঝে না।

গণতন্ত্র কি আল্লাহর হেদায়াতকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া আর কিছু? এই উম্মাহর মধ্যে যারা গণতন্ত্র নামক দ্বীন বা ধর্মের অনুসরণ করছে, তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পরিবর্তে একেই রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। গণতন্ত্র আমাদের সময়ের অন্যতম বড় মূর্তি (Idol)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন:

(31
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের 'আলিম আর দরবেশদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) 'ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, পবিত্রতা আর মহিমা তাঁরই, (বহু উর্ধ্বে তিনি) তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তাথেকে। [সূরা তওবা: ৩১]

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের পোপ ও যাজকদের আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারা তাদের পোপ ও যাজকদের উদ্দেশ্যে রুকু-সিজদা করত না, তাদের কাছে দু'আ করত না বা তাদের নামে পশু কুরবানি দিত না। আল্লাহ যেমন বলেছেন, তারা তাদের ইবাদত করত তাদের প্রণীত আইনের আনুগত্য করার মাধ্যমে, যা ছিল আল্লাহর বিধানের বিপরীত।

যখন তাদের যাজকরা আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে হালাল করত অথবা হালাল করা বিষয়কে হারাম করত, তখন তারা তা মেনে নিত। তাদের এই আইন প্রণয়নের আনুগত্য করার মাধ্যমেই তারা কার্যত তাদের আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

ঠিক একইভাবে, গণতন্ত্রের আনুগত্য করা মানে গণতন্ত্রকে রব হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর ইবাদত করা। কিয়ামতের দিন আপনি নিশ্চয়ই তাদের সাথে উঠতে চাইবেন না যারা গণতন্ত্র নামক তাগুতের ইবাদত করত।

সহিহ মুসলিমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইয়াজমা 'উল্লাহু আন-নাসা ইয়াওমাল-কিয়ামাতি ফা ইয়াকুল: মান কানা ইয়া'বুদু শাই'আন ফাল-হাত্তাবি 'হু।" (কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষকে একত্রিত করবেন এবং বলবেন: যে যার ইবাদত করত, সে যেন তার অনুসরণ করে।)

"ফা হাত্তাবি'উ মান কানা ইয়া'বুদু আশ-শামসা, আশ-শামস।" (যে সূর্যের পূজা করত সে সূর্যের পেছনে যাবে।)

"ওয়া হাত্তাবি'উ মান কানা ইয়া'বুদু আল-কামারা, আল-কামার।” (যে চাঁদের পূজা করত সে চাঁদের পেছনে যাবে।)

"ওয়া হাত্তাবি'উ মান কানা ইয়া'বুদু আত-তাওয়াগিতা, আত-তাওয়াগিত।” (আর যে তাগুতসমূহের পূজা করত সে তাগুতসমূহের পেছনে যাবে।)

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করবেন: যারা যার ইবাদত করতে, এখন তার পিছু নেওয়ার সময়। যারা মুহাম্মদ বিন জায়েদ, মুহাম্মদ বিন সালমান বা আহমেদ আল-শারা'র ইবাদত করত, তারা তাদের অনুসরণ করবে। গণতন্ত্রও একটি তাগুত।
সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে, সবাই চলে যাওয়ার পর কেবল তারাই বাকি থাকবে যারা এক আল্লাহর ইবাদত করত-হোক তারা অনুগত বা পাপী। এমনকি মুওয়াহিদদের মধ্যে যারা গুনাহগার ছিল, তারাও সেখানে অনুগতদের সাথে থেকে যাবে। তাদেরকে বলা হবে: "তোমরা এখনো এখানে কেন? সবাই তো চলে গেছে।"

তারা বলবে: "আমরা দুনিয়াতে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম যখন আমাদের তাদের প্রয়োজন ছিল, আর এখন আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য অপেক্ষা করছি।"

দুনিয়াতে হয়তো গণতন্ত্র বা সেই তাগুতরা আপনাকে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু এই মানুষেরা বলবে: আমরা সেই তাগুতদের বর্জন করেছিলাম যদিও দুনিয়াতে তাদের দ্বারা

আমাদের উপকার হতে পারত। আজ আমরা আমাদের রবের অপেক্ষায় আছি। যারা দুনিয়াবি স্বার্থ থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্র নামক তাগুতকে বর্জন করে, তারাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য অপেক্ষার সম্মান লাভ করবে।

এটা এমন একটি সিদ্ধান্ত যা আপনাকে এখনই নিতে হবে। আপনি যদি আখেরাতে সফল হতে চান, যদি আল্লাহর জন্য অপেক্ষার সম্মান পেতে চান, তবে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর এটা শুধু গণতন্ত্র নয়, অন্য সকল তাগুতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে ব্যক্তি লাত ও উজ্জার মতো পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রুকু, সিজদা ও দু'আ করে, আর যে ব্যক্তি গণতন্ত্রের মূর্তির সামনে দাঁড়ায়-মৌলিকভাবে তারা একই। একজন বাহ্যিক মূর্তির পূজা করে, অন্যজন তাত্ত্বিক মূর্তির পূজা করে। একজন রুকু-সিজদার মাধ্যমে ইবাদত করে, অন্যজন আইন ও আনুগত্যের (তা'আ ও তাশরি') মাধ্যমে গণতন্ত্র নামক মূর্তির ইবাদত করে।

গণতন্ত্রের অবিসংবাদিত মূল কথা হলো, আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষকে দেওয়া। মানুষই আইনের উৎস এবং চূড়ান্ত বিধানদাতা। আর এটাই হলো শিরক। এটাই আনুগত্য ও আইন প্রণয়নের শিরক। এটি সৃষ্টির হাতে এমন অধিকার তুলে দেওয়া যা কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার। এটি কুফর, এটি বাতিল।

গণতন্ত্র একটি তাগুত এবং আধুনিক যুগের মূর্তি যা মানুষ পূজা করে। এটি ইসলামের মূল সত্তার বিরোধী। আমাদের সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য, এটি তার সাথে সাংঘর্ষিক। সবাই জানে, কিন্তু খুব কম মানুষই তা মানে-আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইনের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য।

গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা মানুষের আইনকে আল্লাহর আইনের ওপর স্থান দিয়েছে, যা তার সীমানা লঙ্ঘন করেছে। আর এটিই তাগুতের সবচেয়ে স্পষ্ট সংজ্ঞা। গণতন্ত্র আমাদের সময়ের অন্যতম প্রধান তাগুত। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার কোনো সুযোগ নেই।

যে ব্যক্তি এই তাগুতকে প্রত্যাখ্যান বা বর্জন করে না, সে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ওপর ঈমান আনে না। গণতন্ত্র নামক তাগুতকে অস্বীকার না করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনা সম্ভব নয়। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর ওপর ঈমান আনার আগে তাগুতকে অস্বীকার করার কথা উল্লেখ করেছেন।

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা: ২৫৬]

গণতন্ত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী। যদিও তারা কখনও কুরআন-সুন্নাহর কিছু বিধান গ্রহণ করে, তবে তার ভিত্তি আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ নয়। তারা তা গ্রহণ করে কারণ তা তাদের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে মিলে যায়। তারা কেবল সেটাই অনুমোদন করে যা জনসাধারণ চায়। তারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান নেয় না এই কারণে যে তা পবিত্র বা আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, বরং এই কারণে যে জনগণ তা চায়, পার্লামেন্ট বা প্রতিনিধিরা তাতে সম্মতি দিয়েছে, বা তা তাদের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

অর্থাৎ তাদের কাছে ওহী কোনো প্রমাণ বা কর্তৃপক্ষ নয়, মানুষের ইচ্ছাই আসল। স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইনকে সৃষ্টির ভোট, আলোচনা বা অনুমোদনের অধীন করার চেয়ে বড় অপমান আর কী হতে পারে?

যখন মানুষকে আল্লাহর আইন যাচাই করতে হয়, অনুমোদন দিতে হয় বা ভোট দিতে হয়, তখন তাদের সংবিধানই হয় সর্বোচ্চ, আল্লাহর আইন নয়। এর মাধ্যমে গণতন্ত্র মানুষের ইচ্ছাকে আল্লাহর আইনের ওপরে স্থান দেয়। সংক্ষেপে, গণতন্ত্র আল্লাহর কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করে না। আল্লাহর বিধানের কোনো তোয়াক্কা তারা করে না।

যদি কিছু বিষয় তাদের জনগণের প্রবৃত্তি বা সংবিধানের সীমার মধ্যে থাকে, তবে তারা হয়তো তা গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ পাঠিয়েছেন বলে নয়। কোন গণতান্ত্রিক দেশ তাদের সংবিধানে রিদ্দার (ধর্মত্যাগের) শাস্তি অনুমোদন করবে? এমন বিল শুরুতেই বাতিল হয়ে যাবে কারণ তা তাদের গণতন্ত্রের মূলনীতির বিরোধী। কোন দেশ হিজাব বাধ্যতামূলক করবে? একটিও না। কারণ এটি তাদের তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের

সাথে সাংঘর্ষিক। এবং এই তালিকা দীর্ঘ। গণতন্ত্র মানুষের তৈরি নিয়ম অনুযায়ী আইন করে, সুরক্ষা দেয়, এবং শাস্তি দেয়। আর এটাই কুফর ও শিরক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কদরে, আজ যখন আমরা কথা বলছি, তখন 'এপস্টাইন ফাইলস' (Epstein files)-এর বিষয়টি সামনে এসেছে। আমি যা বলেছি তা প্রমাণ করে যে, গণতন্ত্র কীভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর পরিপন্থী। মানুষের প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হলে এর ফলাফল সব দিক থেকেই ত্রুটিপূর্ণ হয়।

যখন কোনো ব্যবস্থা মানুষের প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে চলে, তখন আজ তারা যাকে অনৈতিক বলে নিন্দা করছে, কাল তাকেই আইন করে বৈধতা দিতে পারে। কারণ এটি মানবসৃষ্ট। মানুষ সীমাবদ্ধ, তারা পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। তারা 'নফসে আম্মারা', শয়তান, ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতা, সম্পদ এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক ধরণ দ্বারা প্রভাবিত।

যখন স্বাধীনতা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তখন এর অনিবার্য পরিণতি হলো এক নোংরা জাতি। ঠিক যেমনটি ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে দেখা যায়।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না?
অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। [সূরা মুলক: ১৪]
স্রষ্টা আল্লাহই জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটি উপযুক্ত। যে ব্যবস্থা আল্লাহর হেদায়াত ও আইন দ্বারা পরিচালিত নয়, তা এমন মানুষ তৈরি করে যারা পশুর চেয়েও অধম। এমন মানুষ যাদের প্রবৃত্তি তাদের স্রষ্টার আদেশকে প্রতিস্থাপন করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশ্ববাসীকে তাদের আসল চেহারা দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। একদল শিশু-ধর্ষণকারী এবং হত্যাকারী।

ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে মুসলিমদের ওপর এমন গণহত্যা চালানো হয়নি যেমনটি এই গণতান্ত্রিক যুগে হচ্ছে। যখন ইসলামের বিষয় আসে, তখন তাদের মতবাদ তার আসল চেহারা উন্মোচন করে। এটি নিফাক (ভণ্ডামি) এবং হিংস্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস এবং মুসলিমরা সর্বদা মনে রাখবে যে, গণতন্ত্রের নাম গাজার শিশুদের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছে। আর এটি গণতন্ত্রের যুগে তাদের অসংখ্য গণহত্যার একটি মাত্র।

পৃথিবী কখনো এমন যুগ দেখেনি যা গণতন্ত্রের যুগের চেয়ে অধিকতর চরিত্রহীন ও নীতিবর্জিত। কওমে লুত যদি সমকামিতায় লিপ্ত থেকে থাকে, তবে আজকের গণতান্ত্রিক যুগে মানুষ তাদের লিঙ্গ পরিচয়ও ভুলে গেছে। তারা জানে না কোন টয়লেট ব্যবহার করতে হবে। এই লোকগুলো এবং তাদের মতবাদ কি এমন কিছু যা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মহান উম্মত অনুসরণ করবে?

সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিতে যা প্রকাশ পেয়েছে তা অবাক করার মতো নয়, এটা কেবল হিমশৈলের চূড়ামাত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু ব্যক্তি ও সংস্থার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। তাদের নোংরামির গভীরতা এর চেয়েও ভয়াবহ।

অবাক করার বিষয় হলো কিছু মুসলিম এতে বিস্মিত হচ্ছে। আপনারা কী আশা করেছিলেন? স্যুট-টাই পরা পরিষ্কার চেহারার আড়ালে তাদের শিরক, মানবসৃষ্ট আইন এবং প্রবৃত্তিপূজা কি তাদের পবিত্র করে দেবে? আপনারা কি কুরআন পড়েননি? যখন কারো জীবন, আইন এবং অভ্যাস তার প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন ফলাফল কি দুর্নীতি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে?

onged.
(23
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ।

অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? [সূরা জাছিয়া: ২৩]

আল্লাহর কসম, যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রবৃত্তির সামনে মাথা নত করে, তাদের সবার ক্ষেত্রে এটি সত্য। আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বা উপাস্য বানিয়েছে? তাদের প্রবৃত্তিই তাদের আইন।

আল্লাহ তাদের অবস্থা জেনেও তাদের পথভ্রষ্ট করেছেন। কারণ তারা হেদায়াতের অযোগ্য। তিনি তাদের কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের ওপর পর্দা টেনে দিয়েছেন। তাদের হৃদয়, চোখ এবং কান মানুষের মতো মনে হলেও তারা আসলে মানুষ নয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন

rish.

(179

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল। [সূরা আরাফ: ১৭৯]

আমরা বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও অধম। তারাই গাফেল (উদাসীন)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেখানে বলছেন যে প্রবৃত্তির অনুসারীরা পশুর চেয়েও অধম, সেখানে তাদের নোংরামিতে আপনি কীভাবে অবাক হন? তাদের ব্যক্তিগত জীবন হোক বা তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব্যবস্থা-সবই এক।

এর চেয়েও জঘন্য হলো তারা, যারা এই উম্মাহর দাবিদার হয়েও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিখুঁত ব্যবস্থাকে ত্যাগ করে তাদের সেই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

পশুর কোনো বিচার-বুদ্ধি নেই, তবুও তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়। তারা যা ক্ষতিকর তা এড়িয়ে চলে এবং যা উপকারী তা গ্রহণ করে। তারা ভালো খাবার খোঁজে। কিন্তু যারা প্রবৃত্তির পূজা করে তারা পশুর চেয়েও অধম। তারা যা উপকারী তা ত্যাগ করে এবং যা ক্ষতিকর তার পেছনে ছোটে। পশুর চিন্তা হলো খাওয়া, পান করা এবং প্রবৃত্তি। এই মানুষগুলোরও চিন্তা খাওয়া, পান করা এবং প্রবৃত্তি। কিন্তু পশুর মতো তারা নিজেদের ভালো-মন্দ বুঝতে পারে না।

পশু তার মালিকের অনুসরণ করে এবং আনুগত্য দেখায়। আর এই প্রবৃত্তির পূজারিরা তাদের মালিকের (আল্লাহর) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাঁর অবাধ্য হয়। পশু বিশ্বাস করে, কিন্তু অনেক মানুষ অবিশ্বাস করে। তাই আল্লাহ বলেছেন: "তারা পশুর মতো, বরং তার চেয়েও অধম।"

যখন আপনি আল্লাহর আইনের প্রতি তাদের এত ঘৃণা দেখেন, যখন তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, যখন তারা কুরআন পোড়াতে চায়, যখন তারা শরিয়াহকে ঘৃণা করে, তখন আপনি আসলে দুর্নীতিগ্রস্তদের হৃদয় দেখতে পান। তারা এসব করে কারণ তারা এপস্টাইন এবং তাদের রাষ্ট্রপতি বা নেতাদের মতো পাপের জীবন বেছে নিতে চায়। আল্লাহ চান তারা মানুষ হোক, কিন্তু তারা পশুর চেয়ে অধম হয়ে থাকতেই পছন্দ করে। তাই তারা শরিয়াহ ও কুরআনকে ঘৃণা করে, যা তাদের মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারত।

যখন স্বাধীনতা আল্লাহর বন্দেগি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তা দুর্নীতির দরজা খুলে দেয়। ইসলামে স্বাধীনতা সুশৃঙ্খল। ইসলাম মানুষকে প্রবৃত্তি ও অন্য মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয় এবং কেবল আল্লাহর দাসত্বে আবদ্ধ করে-আর এটাই প্রকৃত

স্বাধীনতা। আল্লাহর হেদায়াত ও সীমারেখা ছাড়া স্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীলতায় নিমজ্জিত করে এবং পশুর চেয়েও অধম জীবনে নিয়ে যায়।

গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলোতে এবং তাদের অন্ধ অনুসারী কথিত মুসলিমদের মধ্যে আমরা এটাই দেখি। যখন মানুষ নিজের জন্য আইন তৈরি করে, তখন তারা নিজেদের জীবন ধ্বংস করে এবং প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতায় মানুষের ফিতরাত (স্বভাবজাত ধর্ম) নষ্ট হয়ে যায়, মূল্যবোধ ধুয়েমুছে যায় এবং নফস ও শয়তান নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।

মুসলিমদের জন্য এখান থেকে নেওয়ার মতো শিক্ষা হলো-আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আইনের জন্য কখনো লজ্জিত হবেন না। কারণ এটিই মানবতার জন্য হেদায়াত। দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এটি আঁকড়ে ধরুন। কোনো ভয় বা দ্বিধা ছাড়া এর ওপর অটল থাকুন এবং একে নিয়ে গর্ব করুন।

যখন দেখবেন তারা শরিয়াহ বা কুরআনের বিরোধিতা করছে, তখন বুঝবেন তারা পশুর চেয়েও অধম জীবন বেছে নিতে চায়। তারা মানুষের মর্যাদা পেতে চায় না

গণতন্ত্র অনৈসলামিক দেশে ইসলাম প্রচারে প্রধান বাঁধা

অমুসলিম দেশে গনতন্ত্রের মাধ্যমে কখনোই ইসলাম কায়েম করান সম্ভব নয়। গনতান্ত্রীক কোনো দেশে ইসলাম প্রচার করতে হলে আগে সেই দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে নেওয়া প্রয়োজন। যাতে-ইসলামিক বিভিন্ন কর্মসূচী পালন ইসলামিক সাংস্কৃতির সবন দিকে মানুষকে ধাবিত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে পাশে পওয়া যায়।

কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা যেতে হলে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনে বিজয়ী হতে হয়। কিন্তুন নির্বাচনে বিজয়ী হতে হলে জনগণের কাছে আবার আগে পৌঁছাতে হবে।

জনগনের ভোট ছাড়া নির্বাচনে জেতা সম্ভব নয়। আবার জনগণের কাছে পৌঁছাতে সর্বপ্রথম বাধা এই অনি ইসলামিক প্রশাসন । আর অমুসলিম জনগণ কখনোই স্বেচ্ছায় মুসলিম নেতা নির্বাচন করবে না যা তাদের উপর শরীয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। এটা অনেক টা বৃত্তের মত।

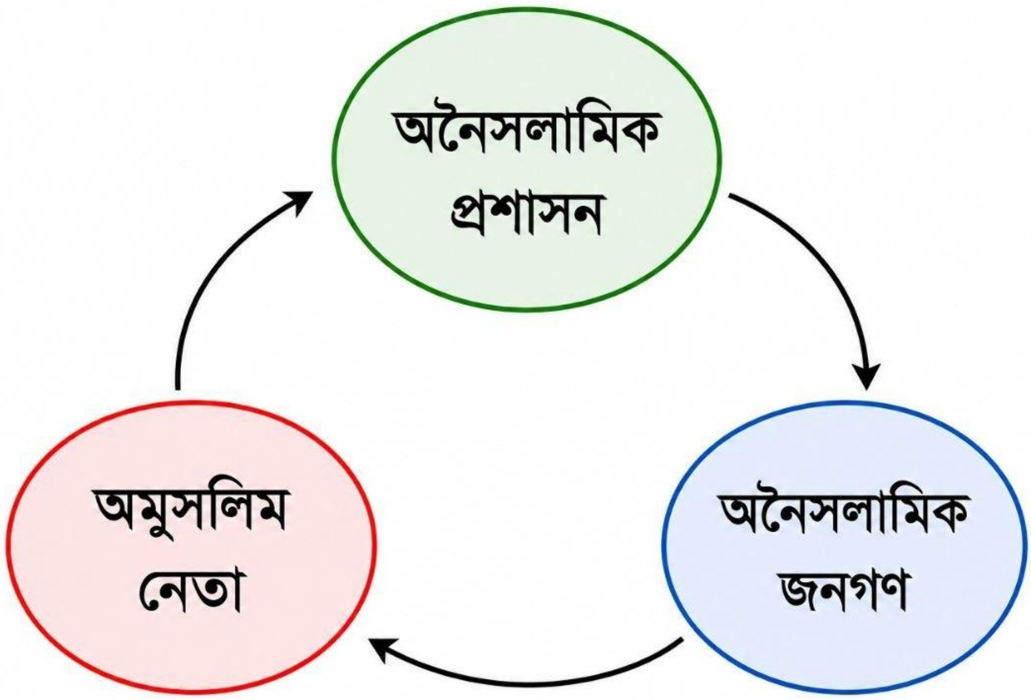

এ বৃত্ত ভাঙতে হলে সর্বপ্রথম অগণতান্ত্রিক উপায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। জিহাদ ব্যতীত অন্য কোনভাবেই এই বৃত্ত ভাঙ্গা সম্ভব নয়। আর প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যতীত ইসলামিক দেওয়ার কাজ করাও অনেক কঠিন। এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে অনইসলামিক সরকারের চোখ ফাঁকি দিয়ে সুষ্ঠুভাবে ইসলামিক দাওয়া মানুষের কাছে পৌছানো অসম্ভব।

মহানবী সাঃ এর জীবনে দেখলেও বোঝা যায় তিনি যখন মক্কাতে ছিলেন সেখানকার প্রশাসনিক ক্ষমতা তার হাতে না থাকায় ইসলাম প্রচারে অনেক বাধার সম্মুখীন হন। কিন্তু যখন তিনি মদিনাতে পৌঁছান সেখানে প্রথমে তিনি রাষ্ট্র প্রধানের ভুমিকা অবতীর্ণ হন। প্রশাসনিক ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছায় তার হাতের মুঠো চলে আসে। হলে খুব সহজে মদিনাতে ইসলাম প্রসার লাভ করে। প্রশাসনিক বাধা না থাকায় দাইরা খুব দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

মন্তব্য

১. ইসলামে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। অস্তিত্ব নেই। গণতন্ত্রেও ইসলামের কোনো স্থান নেই। অস্তিত্ব নেই। কেউ এর ব্যতিক্রম কিছু বললে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোনো 'জ্ঞানী' এমন কথা বললে বুঝতে হবে, তিনি সত্য বলছেন না অথবা তিনি জ্ঞানপাপী। আর কোনো জাহেল কথাটা বললে, তার জাহালত (অজ্ঞতাই) আমার জন্য যথেষ্ট। জাহেলের কথায় আমি কান দেব কেন?

২. গণতন্ত্র (জুমহুরিয়াত) সর্বসম্মতিক্রমে 'কুফর'। গণতন্ত্রের অনুসারী হওয়া আর লাত-ওজ্জা-হুবালের অনুসারী হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ পার্থক্য করতে চাইলে তাকে বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, দুইয়ের মাঝে নাস্তিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য। একটা অপরটাকে স্বীকৃতি দেয়। একটা আরেকটা অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। যেমন:

ক. নাস্তিকতা বিশ্বজগতের অস্তিত্বদানকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করে।

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বজগতের অস্তিত্বদানকারীর শাসনব্যবস্থাকে সৃষ্টজীব থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

গ. গণতন্ত্র অস্তিত্বদাতার ইচ্ছাকে অস্তিত্বের ইচ্ছার কাছে বন্ধক রাখে। অস্তিত্ব অর্থাৎ, সৃষ্টিকুল চাইলে স্রষ্টাপ্রদত্ত শাসনব্যবস্থা চালু করতে পারবে, না চাইলে বাতিল করতে পারবে; অকার্যকরও রাখতে পারবে।

৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করেও আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করল বা ইচ্ছা বা পরিকল্পিতভাবে আল্লাহর হুকুমকে শাসনব্যবস্থা থেকে দূরে রাখল, সে প্রকারান্তরে ওই ব্যক্তির মতো, যে আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার এবং আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। কারণ, যে রব-ইলাহ শাসন করতে পারে না, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে রব-ইলাহ থাকা না-থাকা সমান।

৪. যারা স্রষ্টার ইচ্ছাকে সৃষ্টির ইচ্ছার কাছে বন্ধক রাখে, তারা মূলত ইলাহের উলুহিয়ত (প্রভুত্ব) ছিনিয়ে নিয়ে সৃষ্টির হাতে সে উলুহিয়ত (প্রভুত্ব) সোপর্দ করেছে। এখন অবস্থা হয়েছে এমন, রাস্তাঘাট-ব্রিজ বানানোর মতো 'আল্লাহ'-ও হয়ে পড়েছেন জনগণ, সিনেটর-সংসদ ও সদ্য-বিধায়কদের হাতের পুতুল। তারা চাইলে যেমন রাস্তা-ব্রিজ হয় এবং না চাইলে হয় না, তদ্রূপ তারা চাইলে আল্লাহ থাকবেন, আল্লাহর শাসন থাকবে আর না চাইলে থাকবে না। তারা না চাইলে আল্লাহর আদেশ আর আদেশ থাকবে না, আল্লাহর নিষেধও আর নিষেধ থাকবে না।

৫. গণতন্ত্র মানে, সমস্ত ক্ষমতা(الْخِيَرَةُ مِنْ أُمرِهِم) মানুষের হাতে। তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলে আল্লাহর আইন কার্যকর হবে। প্রত্যাখ্যান করলে আল্লাহর আইন নিষ্ক্রিয় অকার্যকর থাকবে এ কেমন ইলাহ-উপাস্য? যে ইলাহকে নাস্তিক অস্বীকার করে, যে ইলাহকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, যে ইলাহকে গণতন্ত্র ও তার অনুসারীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়?

৬. পার্লামেন্টে ভোটাভুটি হবে। নারী ও পুরুষ সমান মিরাস পাবে কি পাবে না-এ বিষয়ে। অথবা সমকামীদের বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক অধিকার নিয়ে। বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের দাবি মতে এমনই হয়ে থাকে। পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে আমাকে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে হবে। আমি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিই বা বিপক্ষে-উভয় অবস্থাতেই আমি ইসলাম অস্বীকার করলাম, বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে ঈমান আনলাম।

৭. আল্লাহর বিধান সঠিক না ভুল-এ বিষয়ে কখনো কোনো অবস্থাতেই গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে না; শরিয়ত এমন গণভোট সমর্থন করে না। এ কথা জানা থাকার কারণে আমি গোড়াতেই যদি গণভোট প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আমি ইসলামের প্রতি ঈমান আনলাম, গণতন্ত্রের সাথে কুফরি করলাম।

৮. গণতন্ত্রের সবচেয়ে বীভৎস দিক হলো, এর বীভৎসতা একই সাথে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। চশমার মতো। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের কারণে শরীরের অঙ্গের মতো হয়ে গেছে। নাকের উপর থাকাবস্থাতেই কখনো কখনো ভুলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যায়।

৯. আমাকে ইসলামের মুখোশধারী কুফর দ্বারা ধোঁকা দিয়ে তারা আল্লাহকে পাশ কাটিয়ে মূলত 'জনতা'-কেই সবকিছুর হর্তাকর্তা ও অধিকর্তা বানিয়ে দিয়েছে। হায়, যদি আমি বুঝতে পারতাম, তাদের কথিত 'জনতা'-র আসল রহস্য কী? কে না জানে, জনতার নামে সবকিছু করা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ শাসনে জনতার খুব একটা দখল থাকে না। গণতন্ত্র আগাগোড়া পুরোই একটি ধোঁকা।
১০. ইসলাম একটি দীন। পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এর নাম শরিয়াহ। শরিয়াহ মানে, শাসন বিধান আল্লাহর। নেতৃত্ব শরিয়াহর, কর্তৃত্ব উম্মাহর।

১১. শরিয়াহর বিধান বাস্তবায়িত হলে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যন্ত ইসলামের রঙ থাকবেই। নিত্যনতুন বিষয়গুলো মানবীয় ইজতিহাদের অধীনে সমাধান করা হবে। ইজতিহাদ হবে মৌলিক উৎসের উপর ভিত্তি করেই। মূল উৎসবর্জিত ইজতিহাদ শরিয়াহ শাসনে গ্রহণযোগ্য হবে না। শরিয়াহ রাষ্ট্রে কোনো দায়িত্বশীল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে শরিয়াহর মূল উৎস বাদ দিয়ে মনগড়া বা অন্য কোনো ধর্মদর্শন থেকে সমাধান হাওলাত করলে, সেটা হবে ইসলাম বা শরিয়াহ বিকৃতির শামিল।

১২. আচ্ছা, এসব থাক। ধরে নিলাম, গণতন্ত্রের কিছু ধারা বাহ্যিকভাবে ইসলামের সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। অথবা বলা যায়, ইসলাম গণতন্ত্রের কিছু ধারা ও কার্যক্রমকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে না। তাহলে আমরা কেন এসব পশ্চিমা পরিভাষা ব্যবহার করছি? এসব যদি ইসলামেই থাকে, তাহলে ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করাই কি যুক্তিযুক্ত নয়?

১৩. পরিভাষা হলো আইডেন্টিটি তথা আত্মপরিচয়। আত্মপরিচয় মানে হলো, দীন, ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্বয়। পরিভাষাগুলো হচ্ছে আয়নার মতো। মূল দর্শনের নির্যাস-ঝলক পরিভাষার আরশিতে প্রতিফলিত হয়। পরিভাষাগুলো বান্ডিল বা গাঁইটের মতো। পরিভাষাগুলোতে মূল দর্শনের শাখা-প্রশাখা জমাট করে কিছু অক্ষর-শব্দে ঘন সন্নিহিত করে রাখা হয়।

১৪. গণতন্ত্র ও শুরা দুটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী 'পরিভাষা'। পরিভাষা দুটি সাংঘর্ষিক বিপরীতমুখী সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শুরার উৎস আল্লাহ, গণতন্ত্রের উৎস প্রাচীন পৌত্তলিক গ্রিক সভ্যতা। শুরার উৎস ঈমান, গণতন্ত্রের উৎস কুফর। শুরার উৎস তাওহিদ, গণতন্ত্রের উৎস শিরক। শুরার উৎস আখেরাত, গণতন্ত্রের উৎস দুনিয়া। শুরা ও গণতন্ত্র দুটি পরিভাষাই আক্ষরিক অর্থেই এমন সব শব্দ, অর্থ, ব্যঞ্জনা, আকিদা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ভাষা, সভ্যতা ধারণ করে যে, উভয় পরিভাষার সবকিছু আত্মস্থ করে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, উভয়টাকে একসাথে আদর্শ বা কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করবে। দুটি পরিভাষা কখনো কিছুতেই এক দেহে, এক মনে, এক মাথায়, এক সমাজে, এক রাষ্ট্রে সফলভাবে প্রয়োগ হতে পারে না।